দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

এমএ প্রথম পর্বের ফল এক বছরেও নেই কেন?

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯১ সালের এমএ প্রথম পর্বের (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) পরীক্ষার্থী। গত বছরের ডিসেম্বরে আমাদের পরীক্ষা শেষ হয়েছে, অথচ অদ্যাবধি আমাদের ফল প্রকাশিত হয়নি। মাত্র কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ফল দীর্ঘ ১২ মাসেও আমরা পেলাম না। সেশন জট থাকার কারণে এমনিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, তদুপরি যদি ফল বিলম্বের কারণে আরও জটের সৃষ্টি হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক অবস্থা কেমন হবে— তা কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন কি? হিসাব মতে, ১৯৯৩ সালের মধ্যেই আমাদের মাস্টার্স শেষ হবার কথা। অথচ, ১৯৯৪ সালের মধ্যে প্রথম পর্বই শেষ হলো না। আর শেষ পর্ব কবে শেষ হবে, তা নিশ্চিত করে বলা দুষ্কর। অন্যদিকে আমাদের পরের ব্যাচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরীক্ষা দিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই তাদের ফল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমাদের ছোট ভাই-বোনেরা যদি আমাদের আগে পাস করে, তাহলে আমরা সে লজ্জা রাখবো কোথায়!

সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ— ছাত্র-ছাত্রীদের মানবিক দিক বিবেচনা করে এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে অতিসত্বর এমএ প্রথম পর্বের ফল প্রকাশ করুন। অন্যথায় এসব অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

—রফিকুজ্জামান হুমায়ুন,
এমএ প্রথম পর্বের পরীক্ষার্থী,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র প্রসঙ্গে

আমি ১৯৯৪ সনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় ঢাকা কলেজ থেকে অংশগ্রহণ করি এবং নিয়মিত পরীক্ষা দেই। কিন্তু উদ্ভিদ বিজ্ঞান ২য় পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে দেখি যে, প্রশ্নপত্রে ৪নং প্রশ্নে লেখা আছে, "চিত্রসহ Granineae গোত্রের উদ্ভিদের ফুলের গঠনের বর্ণনা দাও। তিনটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নামসহ এই গোত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর"। কিন্তু আমাদের পাঠ্য বইয়ে Granineae নামের কোন গোত্র নেই, এমনকি আমাদের সিলেবাসেও অন্তর্ভুক্ত নেই। আমাদের সিলেবাসে আছে Gramineae গোত্র। আমি আমাদের কলেজের প্রায় সকল ছাত্রই এই প্রশ্নের উত্তর Gramineae গোত্র হিসেবে দিয়েছে। এখন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সদয় বিবেচনার জন্য আবেদন করছি।

—মোঃ আবদুস সালাম,
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।